গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০১
প্রস্তাবনা	০২
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৩
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৪
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৫-০৮
চুক্তিপত্র	০৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১-১২
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৩
সংযোজনী ৪~৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ	১৪~১৮

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performances of District Administration, Kurigram)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জন চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার চূড়ান্ত রূপ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্জন করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। উন্নীত হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১। ২০৪১ সালের মধ্যে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি উৎকর্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে কুড়িগ্রাম জেলার বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচক প্রনয়ন করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলাকে এই কর্মসম্পাদনচুক্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি দপ্তরের সেবাসমুহকে জনগণের দোড়গোরায় নিয়ে যাওয়াই এই কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। বিগত তিন বছরে জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাসহ জাতীয় নির্বাচন,জেলা পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। এ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে নকলের আবেদন গ্রহণ করে জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র সংগ্রহপূর্বক তা হেল্প ডেস্ক,সার্কিট হাউস ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

জনবল স্বল্পতা কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের একটি প্রধান সমস্যা। তাছাড়া প্রতিবছর বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সম্পদের সীমাবদ্ধতা সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের অন্তরায় হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বাল্যবিবাহ, শিক্ষায় অনাগ্রহ ও যাতায়াত ব্যবস্থার দুর্দশার কারণে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে বেগ পেতে হচ্ছে। অপর্যাপ্ত জনশক্তি ও সীমিত সম্পদ নিয়ে কুড়িগ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাঙ্খিত সেবা পৌঁছানোই জেলা প্রশাসনের জন্য এ সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান জনশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। বিদেশ গমনের হার বৃদ্ধির জনশক্তিকে আরো দক্ষ করা হবে। দুর্গম চরাঞ্চলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র্যতা লাঘব করা হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নতুন নতুন কর্মসংসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। মাদক নির্মুলে আরো জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের (নদীভাঙ্গন,বন্যা ও তীব্র শীত) হাত থেকে রক্ষার জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনচাহিদা সম্পন্ন স্থানে মানসম্মত পাবলিক টয়লেট স্থাপন, দৃষ্টিনন্দন ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে নির্বাচিত হওয়া।
- শ্রেষ্ঠ উপজেলা (রাজারহাট) হিসেবে জন্মমৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা।
- বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিংয়ে শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন অর্জন।
- বাল্যবিবাহমুক্ত উপজেলা হিসেবে ফুলবাড়ী উপজেলাকে ঘোষণা প্রদান।
- গণশুনানির মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান।
- অদ্যাবধি ৪৪৪৯টি পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
- চরাঞ্চালে মানুষের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ২৮৬টি গৃহ উদ্বোধন করা হয়েছে।
- কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় ভূমি অফিসে ভূমি জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন- ১

রূপকল্প (Vission), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vission):

দক্ষ, গতিশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবং জনবান্ধব প্রশাসন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও সেবাদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা।

১.৩.১ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে জনমুখী প্রশাসন:
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, দক্ষ জনবল তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র নির্মুলকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন;
৩. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;
৪. কৃষি ব্যবস্থায় অটোমেশন;
৫. চরাঞ্চলের উন্নয়নভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা;
৬. সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, মাদক ও তামাকমুক্তকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. জেলার আন্ত:বিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ ও প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ জেলার প্রধান উন্নয়ন কর্মকান্ড বাসত্মবায়নে সমন্বয় করা ;
২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর, টিআর, কাবিখা, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ;
৩. দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সকল কার্যক্রম তদারকি করা ;
৪. জেলার রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত দক্ষ সেবা নিশ্চিত করা ;
৫. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তাসহ জেলার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ;
৭. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানী, নারী নির্যাতন, মাদক সেবন, চোরাচালান, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ/নিরসনে কার্যক্রম গ্রহণ ;
৮. জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।